দৈনিক ইনকিলাব

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 29 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

233

শিক্ষাঙ্গন

জাতি গঠনে শিক্ষার গুরুত্ব

“শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড” কথাটি সর্বজন বিদিত। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাই মানব মনে স্থিতিশীল ও চিরন্তন আদর্শের প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, শিক্ষা, ঈমান, সৃষ্টি করে। জ্ঞান ছাড়া কোন আদর্শের প্রতি মানুষের প্রত্যয় বা ঈমান সৃষ্টি হয় না। আর প্রত্যয় ছাড়া কোন বলিষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি তথা নৈতিক মূল্যবোধে মানুষকে উজ্জীবিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের প্রত্যয়ের দীপ্ত প্রভায় গড়ে উঠে বলিষ্ঠ চরিত্রসম্পন্ন একটি উন্নত জাতি। জ্ঞান বা শিক্ষা ছাড়া জাতিগঠন সম্ভব নয়, জাতীয় উন্নতি, সভ্যতার বিকাশ ও নৈতিক উৎকর্ষতা একমাত্র জ্ঞান বিস্তার ও শিক্ষা সম্প্রসারণের উপরই নির্ভর করে।

দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা, সহনশীলতা, উদারতা, পরমত সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও অনুসরণের জন্য প্রয়োজনীয় মননশীলতা ও যোগ্যতা একমাত্র শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নতি সুষম অর্থ ব্যবস্থা শিক্ষা ছাড়া সম্ভব নয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার সূচনাই হয়েছে জ্ঞানের ভিত্তিতে। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি আল্লাহর সর্বপ্রথম অহী হচ্ছে “পড় তোমার প্রভুর নামে,” আদর্শ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জ্ঞানীর কালিকে শহীদের রক্তের চেয়েও, বেশী মর্যাদাবান বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

জ্ঞান সাধনা এবং শিক্ষা ছাড়া মানুষের সহজাত বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিভার বিকাশ সম্ভব নয়। পৃথিবীর যাবতীয় উপাদান ও উপকরণকে মানব সভ্যতার উন্নয়নে ও মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। প্রাকৃতিক শক্তি, সম্পদরাজির আবিষ্কার ও মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রেও শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নিঃসন্দেহে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি—শিক্ষা বিস্তার তথা জ্ঞানচর্চা ছাড়া আদর্শ জাতি গঠন সম্ভব নয়।

—মোঃ মোবারক হোসেন ভূঞা

এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা

১৯৮৮ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কিছুটা বিলম্বে গত ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হয়। ৪টি বোর্ডে মোট ২ লাখ ৯৭ হাজার ১শ' ২০ জন পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে পাস করে ১ লাখ ৩১ হাজার ৩১ জন। পাসের হার শতকরা ৪৪ দশমিক ১০। ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ৫৭·৭৫, কুমিল্লা বোর্ডে ৫১·৭০, রাজশাহীতে ৩৪·৬২ এবং যশোরে ২৮·৭৯।

এবারের ফলাফলে বেশ সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ্য করা যায়, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। বিগত বছরগুলোতে পরীক্ষায় দুর্নীতির মাত্রা এত ব্যাপক হারে বেড়েছে যে, তা রোধ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমান্বয়ে গণ-টোকাটুকি এমন এক সংক্রামক ব্যাধিতে রূপ নেয়, যা আরেকটি নতুন জাতীয় সমস্যার উদ্ভব ঘটায়।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার দীর্ঘদিন যাবত চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন— কিন্তু এখনো তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

এবার ঢাকা বোর্ডে মোট ৮৯ হাজার ৯শ' ৪০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫১ হাজার ৯শ' ৩৯ জন পাস করে। তন্মধ্যে ৬ হাজার ৯শ' ৫৭ জন প্রথম বিভাগে, ৩২ হাজার ৯শ' ৩৯ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২ হাজার ৪৩ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে।

কুমিল্লা বোর্ডে মোট ৬৫ হাজার ৫শ' ৪ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৩৩ হাজার ৮শ' ৬৬ জন পাস করে। এদের মধ্যে ২ হাজার ৬৪ জন প্রথম বিভাগে, ১৮ হাজার ৮শ' ২৫ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১২ হাজার ৯শ' ৭৭ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করে।

রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৬ হাজার ১৭ জন। পাস করে ২৬ হাজার ৩শ' ২২ জন। প্রথম বিভাগ পেয়েছে ১ হাজার ৯শ' ৪৪ জন, দ্বিতীয় বিভাগ পেয়েছে ১৩ হাজার ৯শ' ১ জন এবং তৃতীয় বিভাগ পেয়েছে ১০ হাজার ৪শ' ৭৭ জন। এ বোর্ডের রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের মোঃ সাইফুল ইসলাম ৯৫৬ নম্বর পেয়ে ৪ বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

যশোর বোর্ডে ৬৫ হাজার ৬শ' ৫৯ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তন্মধ্যে মাত্র ১৮ হাজার ৯শ' ৪ জন পাস করে। প্রথম বিভাগে ১ হাজার ৫শ' ২৩ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ১০ হাজার ৬শ' ৭৩ জন এবং তৃতীয় বিভাগে ৬ হাজার ৭শ' ৮ জন পাস করে।

তাই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এ বছর যশোর বোর্ডে পাসের হার এত কম কেন।? এ প্রসঙ্গে বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, এবার নকল প্রতিরোধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এবং বিভিন্ন কলেজে অসদুপায় অবলম্বন না করার জন্য পূর্ব-হুঁশিয়ারি আদেশ প্রদান করা হয়। এছাড়া ১৪টি পরিদর্শক দল গঠন করে আকস্মিকভাবে বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। এবং সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যাবতীয় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। ফলে ৪ হাজার ৪শ' ১১ জন পরীক্ষার্থী অভিযুক্ত হয় এবং বহু সংখ্যক পরীক্ষার্থী যারা শুধুই নকলের আশায় হলে এসেছিল তারা পরীক্ষা ড্রপ দিতে বাধ্য হয়।

সমগ্র দেশে অবাধে নকল চলবে আর শুধু একটি বোর্ডে কড়াকড়ি আরোপ করা হবে— যশোর বোর্ডের অভিভাবক-ছাত্ররা তা সহজ ও স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না। তাই শুধু পাসের হার বাড়িয়ে জাতিকে শিক্ষিত করে তোলা নয়— দেশের ৪টি বোর্ডেই যাতে দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়— কর্তৃপক্ষের কাছে দেশবাসী তা-ই আশা করে।

—ইকবাল বাহার সিদ্দিকী